দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 22 OCT 1995 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৭ ...

62

হলের খাদ্যমান

স্বাস্থ্য সব মানুষেরই কাংখিত সম্পদ। ছাত্রছাত্রীরা দেশের তরুণ সমাজের উজ্জ্বলতম অংশ। তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটলে তা উদ্বেগের বিষয় নিঃসন্দেহে। দৈনিক বাংলার রিপোর্টে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অসুস্থতা ও অপুষ্টির কথা বলা হয়েছে। খাদ্য ও পুষ্টিবিজ্ঞান বিভাগের এক জরিপ রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের শতকরা ২৬.৮ ভাগ বিভিন্ন ধরনের পেটের পীড়া অথবা জটিল রোগে ভুগছেন। ভার্সিটির মেডিক্যাল সেন্টারের আউটডোর রেজিস্টার খাতা পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, এক সপ্তাহে ২২৫ জনের মত রোগাক্রান্ত ছাত্রছাত্রী এসেছে। এর মধ্যে জন্ডিস, গ্যাস্ট্রিক আলসার, ডায়রিয়া, চুলকানিসহ বিভিন্ন জটিল রোগে আক্রান্ত ছাত্রছাত্রী রয়েছে। জরিপ রিপোর্টে অধিকাংশ রোগের কারণ খাবারের নিম্নমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে। ঢাকা ভার্সিটির ডাইনিং হলে খাবারের মান অনুন্নত এবং অপরিচ্ছন্ন। এ খাবার খেয়ে ছাত্রছাত্রীদের পুষ্টির চাহিদা যেমন মেটে না, তেমনি সুস্থতাও বজায় থাকে না।

আমাদের দেশের বিভিন্ন ছাত্রাবাসের খাদ্যব্যবস্থা নিয়ে বহু লেখালেখি হয়েছে। ব্যবস্থা সন্তোষজনক নয় বলেই হয়েছে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী হলগুলির খাদ্যের মান উন্নত করায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি হলের খাদ্যমান উন্নয়নের জন্যে বিশেষ অনুদানও দিয়েছেন। কিন্তু মনে হয় কিছু কিছু অব্যবস্থা আমাদের অনেকেরই মজ্জাগত হয়ে পড়েছে। শত চেষ্টায়ও তা পাল্টায় না। হলের খাবারে সরকারের ভর্তুকি থাকা সত্ত্বেও খাবারের মান উন্নত না হওয়ায় সন্দেহ জাগতে পারে। এই সমাজে অনেক অব্যবস্থা ও বিশৃংখলার মূলে দুর্নীতি আছে। তাই হলগুলিতে খাবারের মান কেন উন্নত নয় সেটা তদন্ত করে দেখা উচিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

জরিপ রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব কিছু দোষত্রুটির জন্যও তারা অসুস্থতা ও অপুষ্টিতে ভোগে। তারা স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে অনেকেই উদাসীন। তারা চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া যথেচ্ছ ওষুধ খান। শিক্ষিত তরুণ সমাজের কাছে এই অসচেতন ব্যবহার আমরা প্রত্যাশা করি না।

দেশের ছাত্রসমাজের কাছে জাতির প্রত্যাশা অনেক। ভবিষ্যৎ সমাজের রূপকার হবেন তারা। তাদের স্বাস্থ্য অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এজন্য তাদের নিজস্ব সচেতনতা যেমন দরকার, তেমনি পরিবেশও অনুকূল হওয়া জরুরী। খাদ্যের মানগত সমস্যার নিষ্পত্তি হবে বলে আমরা আশা করি।